চেক বিতরণ বয়কট বিধায়কের

চাকুলিয়া, ১১ অক্টোবর : চাকুলিয়া থানার পুলিশ আশি বছরের এক বৃদ্ধকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তুলে এনে ৮ ঘণ্টা ধরে বন্দি রাখে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বারোদিয়া এলাকার এক হোটেল ব্যবসায়ীকে গাঁজা কেসের মামলার ভয় দেখিয়ে ৮০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। রবিবার এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে চাকুলিয়া থানার আইসির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ। এরপর সোমবার পুলিশের পুজোর চেক বিতরণ অনুষ্ঠান দলবল নিয়ে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূল বিধায়ক। এদিন চেক বিতরণের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়। ডালখোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্যনন্দ সরকার এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। চাকুলিয়া থানার আইসি সোনম লামার কাছে বিধায়কের সঙ্গে তর্কবিতর্কের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনিও এড়িয়ে যান।

অভিযোগ, চাকুলিয়া বাজারের দক্ষিণ দিকে প্রতিদিন চোলাই মদের ঠেক বসছে। পুলিশকে অভিযোগ করার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। দু'বছর আগে চাকুলিয়া চাথোল এলাকা থেকে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছিল। পুলিশকে সব কিছু তথ্য দেওয়ার পরেও ওই নাবালিকাকে পুলিশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করেনি। এছাড়া এলাকার একাধিক মদের গাড়ি পুলিশ আটক করলে টাকার বিনিময়ে পুলিশ ছেড়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতিকালে চাকুলিয়ার পাটহাট্টি মোড় থেকে একটি মদের গাড়ি পুলিশ আটক করেছিল। গাড়িটি থেকে ১২ কার্টন বিদেশি জাল মদ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। কিন্তু মদ সহ গাড়িটিকে ছাড়ানোর জন্য পুলিশের সঙ্গে অভিযুক্তের ভাইয়ের অডিও ক্লিপে কথা বলতে শোনা গিয়েছিল। সেই অডিও ক্লিপের ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। পুলিশের এহেন কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। নিরীহ মানুষদের অকারণে আটক ও টাকা আদায়ের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে। সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান উমার আলি বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সব ঘটনা বিধায়ককে জানানো হয়।' বিধায়ক বলেন, 'চাকুলিয়ার পুলিশ নিরীহ মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখছে সাধারণ মানুষকে। আমি বিভিন্ন মহল থেকে খবর পাচ্ছি, টাকার বিনিময়ে পুলিশ অপরাধীদের ছেড়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারে পুলিশ কোনও কাজ করছে না। পুলিশের যাবতীয় অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মণ্ডপে প্রতিমা

নকশালবাড়ি, ১১ অক্টোবর : ষষ্ঠীতে দুপুরের মধ্যেই মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা আনার কাজ শেষ। তারপর উদ্বোধন পর্বের মধ্য দিয়ে শুরু হল নকশালবাড়ির দুর্গোৎসব। এদিন নকশালবাড়ি অগ্রদূত সংঘের পুজোর উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব। নকশালবাড়ির ঐতিহ্যসম্পন্ন পুজোর মধ্যে অন্যতম হল সুব্রত সংঘের পুজো। রয়েছে বড় মণ্ডপ, সুন্দর প্রতিমা ও মনোরম আলোকসজ্জা। এছাড়া গ্রামীণ পরিবেশে নবজ্যোতি ইয়ুথ ক্লাব, বেলগাছি স্পোর্টিং ক্লাব, তারাবাড়ি পুজো কমিটি, নিউ সূর্য স্পোর্টিং ক্লাব, অর্ড চা বাগান, হাতিঘিসা দুর্গাপুজো সমিতি, দক্ষিণ রথখোলা মহিলা সমিতি সহ অন্যান্য পুজো।

এদিকে, পুজো শুরু হয়ে গেলেও পুজোর কেনাকাটা চলছেই। কেনাকাটা শেষে গ্রামের মানুষ সহ চা বাগানের শ্রমিকরা খেয়েদেয়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখে বেলা থাকতেই ঘরে ফিরছেন।

মুখ ও মুখোশ। শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস

শিলিগুড়িতে প্রবর্তক মহিলা সংগঠনের প্রতিমা। –সংবাদচিত্র

চোপড়ায় দাসপাড়া সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি : মনজুর আলম

বাগডোগরা হাটখোলা পুজো কমিটির মণ্ডপ। ছবি : খোকন সাহা

পাচারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই সংঘর্ষ

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর : নেপথ্যে পাচারের রাশ নিয়ন্ত্রণ।

একে কেন্দ্র করেই রবিবার রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার গীতালদহ বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে মরাকুঠি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের তুলকালাম গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুজনের মৃত্যুর পাশাপাশি পাঁচজন জখম হন। ঘটনার পর থেকেই এলাকা রীতিমতো থমথমে। পুলিশ ও বিএসএফ ঘটনাস্থলে রয়েছে। তবে, ওই এলাকায় কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় দিনহাটা থানার পুলিশ ররিবার রাতে চারজনকে আটক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দিনহাটা মহকুমার একটি বড় অংশ দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তের অধিকাংশ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও বেশ কিছু এলাকায় নদী ও সীমানাগত সমস্যার জেরে বেড়া দেওয়া যায়নি। আর এই সমস্ত এলাকা দিয়েই পাচারকারীরা গোরু, নেশার জন্য কাশির সিরাপের মতো অনেক কিছুই বাংলাদেশে পাচার করে বলে অভিযোগ। গোরু পাচার আগের তুলনায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। কিন্তু নেশার জন্য কাশির সিরাপ পাচার বজায় আছে। এই পাচারের রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে গীতালদহ বহুদিন ধরে উত্তপ্ত ছিল।

সীমান্ত এলাকার রাজনৈতিক নেতারাই এই পাচারের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে বলে অভিযোগ। গীতালদহে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠী আছে। এই পাচারের রাশ কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দিনকয়েক আগে বাংলাদেশে গোরু পাচারের সময় কয়েকটি গোরু ধরা পড়লে পরিস্থিতির অবনতি হয়। পাচারের সঙ্গে যুক্ত যে গোষ্ঠীর গোরু ধরা পড়ে, অন্য গোষ্ঠীর সদস্যরা সেগুলি ধরিয়ে দেয় বলে তাদের ধারণা হয়।

এনিয়েই রবিবার রাতে গীতালদহের মরাকুঠিগ্রাম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একাধিক বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। বাসিন্দাদের দাবি, অন্তত পক্ষে ১০০ রাউন্ড গুলি চলে। ধারালো অস্ত্র দিয়েও দু'পক্ষের সদস্যরা একে অপরকে কোপায়। ঘটনায় মোজাফফর হোসেন ও মান্নান হক নামের দুজনের মৃত্যুর পাশাপাশি পাঁচজন গুরুতরভাবে জখম হন। এঁদের মধ্যে মোজাফফর হোসেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দেলদার হোসেনের আত্মীয় ছিলেন। মোজাফফর হোসেনের ভাই মোজাম্মেল মিয়াঁ বলেন, 'শনিবার রাতে পাচারের সময় কিছু গোরু ধরা পড়ে যায়। পাচারকারীদের ধারণা, আমরাই খবর দিয়েছি। তাই মোজাফফরের উপর হামলা চালানো হয়।' মান্নান হক তৃণমূলের কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নূর আলম হুসেনের আত্মীয়। সোমবার নূর আলম হুসেন বলেন, 'দলের কয়েকজন বিজেপির মদতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যারা অশান্তি করছে তারা পাচারের সঙ্গে যুক্ত। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।'

দল অবশ্য গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়টি স্বীকার করেনি। তৃণমূলের দিনহাটা-১ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় বর্মন বলেন, 'গীতালদহের ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের কোনও বিষয় নেই।' ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিধায়ক জগদীশ বর্মাবসুনিয়া সরব হয়েছেন।

চোপড়ায় থিমের পুজো

চোপড়া, ১১ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকে এবারও বিগ বাজেটের পুজো করছে দাসপাড়া সর্বজনীন পুজো কমিটি। গুজরাটের স্বামী নারায়ণ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ গড়েছে তারা।

প্লাইউড ও কাঠের চামচ দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। টিকার ডাবল ডোজ ছাড়া যাতে কেউ অঞ্জলি দিতে না আসেন, তা জানানো হচ্ছে প্রচার করে। অন্যতম সদস্য রুপম দাস বলেন, ৭০তম বর্ষে বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। অষ্টমীতে থাকছে আদিবাসী নৃত্য।'

সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নটিগছ সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপের এবারের থিম যুদ্ধজাহাজ। পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা দিলীপ দাস বলেন, পুজোর এবার ৫২তম বর্ষ।' সদর চোপড়া, কালাগছ সহ কিছু এলাকায় থিমপুজোয় আলোর ঝলকানিতে মণ্ডপ ফুটে উঠেছে। দাসপাড়া, মাঝিয়ালি, হাপতিয়াগছ সোনাপুর, ঘিরনিগাঁও ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুজো হচ্ছে। মহিলা দ্বারা পুজো ৪টি।

পুজোয় উদ্যোগী গ্রামের মহিলারা

ফাঁসিদেওয়া, ১১ অক্টোবর : সংসার সামলে ভক্তি এবং নিষ্ঠাভরে দেবী আরাধনায় ব্রতী হন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ৬টি দুর্গাপুজো কমিটির মহিলা উদ্যোক্তারা। ফাঁসিদেওয়াতে ২০১২ সাল থেকে মহিলা সমিতি ভক্তিনগর গ্রামীণ কমিটি পুজো করছে বলে জানান কমিটির সভাপতি ঝর্ণা দেবনাথ। শক্তিনগর অ্যান্ড ভক্তিনগর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভাপতি মনমোহিনী পোদ্দার বলেন, '২০১৫ থেকে আমরা পুজো করছি।' দাসপাড়া মহিলা উন্নয়ন সমিতির কোষাধ্যক্ষা দীপা দাসবিশ্বাস বলেন, 'পাড়ার মহিলাদের উদ্যোগে ২০১৬ থেকে পুজো হচ্ছে।'

অন্যদিকে, বিধাননগরের সহদরগছ সর্বজনীন দুর্গাপুজো পরিচালনা করে মহিলা কমিটি। কমিটির সম্পাদিকা ভারতী সরকার বলেন, '২০০৮ সাল থেকে এই পুজো করছি।' বিধাননগরের জগন্নাথপুরে এবং ঘোষপুকুরের ময়লানিজোতেও মহিলারা পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

উদ্বোধন

করণদিঘি ও বাগডোগরা, ১১ অক্টোবর : করণদিঘিতে দাতাকর্ণ রোডে পল্লি পূরবী সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক গৌতম পাল। এদিন পুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৃহন্নলারা।

অন্যদিকে, শুশ্রুতনগর নব যুবক সংঘের পুজোর উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার। বাগডোগরা হাটখোলা দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত। বাগডোগরা বিবেকানন্দপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করেন বঙ্গরত্ন রঙ্গু সাউরিয়া প্রমুখ।

চাঁদা নিয়ে বচসার জেরে ব্যবসায়ীকে গুলি

গোপালপুর, ১১ অক্টোবর : রবিবার গভীর রাতে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোরারবাসা এলাকায় ভান্ডানিপুজোর চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে বচসার জেরে দুষ্কৃতীর গুলিতে আহত হলেন এক ব্যবসায়ী। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যবসায়ীর নাম তাপস বর্মন (৩৫)। তাঁর মুখে গুলি লেগেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর মরশুমে চাঁদার জুলুম থেকে রক্ষা পেতে রবিবার গভীর রাতে কেদারহাটের নিত্যানন্দী গ্রাম থেকে ভুট্টাবোঝাই একটি ট্রাক চ্যাংরাবান্ধার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই সময় ঢোরারবাসা এলাকায় রাস্তার উপর যমুনা ভান্ডানিপুজো কমিটির তৈরি করা গেটে ট্রাকটি আটকে যায়। ট্রাকচালকের কাছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকরা পাঁচ হাজার টাকা দাবি করেন। তবে চালক এত টাকা চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। এরপর ওই ট্রাকচালক ভুট্টা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আহত ব্যবসায়ীর দাদা হেমল বর্মন বলেন, 'ফোন পেয়ে বাইক নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাই তাপস। ওর সঙ্গে ছিলেন আরও দুই ভুট্টা ব্যবসায়ী পরান সরকার ও আনারুল হক। ভাই ওই যুবকদের সঙ্গে কথা বলে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকরা ৫,০০০ টাকা দাবি করে। ভাই এবং ওর সঙ্গী ব্যবসায়ীরা চাঁদার বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। কথা বলার সময় হঠাৎই বচসা বাধে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক পরান সরকারের মাথায় পিস্তল ঠেকায়। আচমকা ওই দুষ্কৃতী গুলি চালালে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি লাগে পিছনে থাকা ভাইয়ের মুখে।'

গুলিবিদ্ধ তাপস বর্মনকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয়রা।

পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে অন্যত্র রেফার করেন চিকিৎসকরা। পরিবারের সদস্যরা শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে তাপস বর্মনের মুখে গুলি এখনও আটকে থাকায় অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে আহত ব্যবসায়ীর পরিবার।

খবর পেয়ে সোমবার সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনার পর আহত যুবকের পরিবারের সদস্যরা মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাতে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

আয়োজক কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রহ্লাদ বর্মন বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে পুজো কমিটির কেউ যুক্ত নয়। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। আমরাও চাই, প্রশাসন সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক।' তিনি আরও বলেন, 'ঘটনার পর রাস্তার উপর তৈরি করা গেটটি আমরা নিজেরাই সরিয়ে দিয়েছি।'

মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা থেকে শুরু করে এলাকার ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় অবশ্য পুলিশের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সকলেই বলছেন, পুজোর মরশুম এলেই গ্রামের রাস্তায় চাঁদার জুলুম শুরু হয়। পুলিশকে বারবার বলেও কোনও কাজ হয় না। পুলিশের বড় কর্তারা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে থানাগুলি চোখ বন্ধ করে থাকে। রাস্তা আটকে গেট তৈরি করে চাঁদা তোলায় কেন ওই পুজো কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, এই প্রশ্নও তুলেছেন এলাকার ব্যবসায়ীরা।

পুজোয় জুলুম

- ভান্ডানিপুজোর জন্য রাস্তা আটকে গেট করে চাঁদা আদায়
- ভুট্টার লরি থেকে ৫০০০ টাকা দাবি
- ভুট্টা ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে গেলে বচসা
- হঠাৎ পিস্তল বের করে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতী
- লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি আরেক ব্যবসায়ীর মুখে লাগে

শাড়ি ও মিষ্টি বিতরণ

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১১ অক্টোবর : বাগডোগরার সমাজসেবী সংগঠন 'মানুষের পাশে'এবং 'হেলথ অ্যান্ড কেয়ার'-এর যৌথ উদ্যোগে সোমবার আপার বাগডোগরায় ২৫০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে শাড়ি ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। নকশালবাড়ি ব্লক-১ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে সোমবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে পুজো উপলক্ষ্যে ৩০০ জন দুঃস্থকে বস্ত্রদান করা হয়। সেখানে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাগডোগরার শিক্ষক সংগ্রাম চৌধুরী এবং তাঁর পরিবারের তরফে মাটিগাড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কার্যালয়ে মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের পুজোর উপহার দেওয়া হয়।

ডুয়ার্স নন্দিনী নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সোমবার শিলিগুড়িতে ৫০ জন দুঃস্থকে পুজোর উপহার হিসেবে শাড়ি বিতরণ করে।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সোমবার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন। এদিন নেপানিয়া চা বাগান এলাকায় ২০০ জনকে শাড়ি এবং ১০০ জনকে ধুতি দেওয়া হয়। এছাড়া অন্নপূর্ণা শ্মশানকালী মন্দির এলাকায় ২০০ জন এবং ফুটানি মোড় এলাকায় ৩০০ জনের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসায় সাহায্য

রাজগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : রাজগঞ্জের ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা অরজিৎ দাস পেটের জটিল রোগে ভুগছিলেন। ছোট মালবাহী গাড়ি চালিয়ে কোনওরকমে সংসার চালানো অরজিতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে তৃণমূল নেতা তথা সমাজসেবী মদন ভট্টাচার্য কয়েকদিন আগে অরজিতকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করান। এদিন অরজিৎবাবুকে ছুটি দেওয়া হয়। অরজিৎ বলেন, মদনদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় বেঁচে ফিরলাম।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুরের এক বাসিন্দা

14.09.2021 তারিখের ড্র-তে 64C 66718 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। আনন্দিত বিজয়ী বললেন "আমি খুবই আনন্দিত এক কোটি টাকা জিতে। আমাদের এলাকা থেকে অনেকেই ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারিতে এক কোটি টাকা জিতেছেন। ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি কেনা আমাদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের এলাকার মধ্যে এই লটারি অনেক মানুষকে রোজগার যেমন দিয়েছে তেমনই অনেক মানুষকে কোটিপতিও করেছে। শুধুমাত্র এক কাপ চায়ের দামেই আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি।" ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়, বলে কে বিজেতা হচ্ছে তাও সহজে জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুরের এক বাসিন্দা রণজিৎ দাস - কে

সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতেছে ভেলুরডাবরির খুদেরা

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর : কচিকাঁচা হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। থার্মোকলে দেবীর ছবি সেঁটে তৈরি হয়েছে ছোটদের দুর্গা প্রতিমা। পুজোর আয়োজনের গোটা দায়িত্বই তুষার, দীপদের ছোট ছোট কাঁধে। দক্ষিণ ভেলুরডাবরিতে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সি শিশু-কিশোরদের হাতের ছোঁয়ায় পুজো হবে দুর্গার।

নিজেদের হাতে গড়া পুজোমণ্ডপের সামনেই কয়েকদিন হই-হুল্লোড় করে কাটাবে তুষার দাস, ইয়ান দাস, দীপ দে, বিট্টু রায়রা। আলিপুরদুয়ার থেকে সলসলাবাড়ি যাওয়ার রাস্তার ধারে পড়ে দক্ষিণ ভেলুরডাবরি গ্রাম। সেখানে গত বছর থেকে রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট প্যান্ডেল করে নিজেদের মতো করেই পুজোর আয়োজন করে আসছে স্থানীয় কচিকাঁচারা। অভিভাবকরাও তাদের উৎসাহিত করছেন।

করোনা আবহে গত বছর পুজো দেখতে শহরে যাওয়া হয়নি। সেজন্য গ্রামের শিশুদের মনখারাপ হয়েছিল। পরে স্থানীয় কচিকাঁচারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ছোট্ট প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজোর আয়োজনও করেছিল। সেখানেই তারা আনন্দ করে পুজোর ক'টা দিন কাটিয়েছে। এবারেও সেই আয়োজনের ধারাবাহিকতা রেখেছে স্থানীয় খুদেরা। আট থেকে বারো বছরের ছোটরা যে এমন আয়োজন করতে পারে, প্রথমে তো ভাবতেই পারেননি বড়রা। কিন্তু তারা নাছোড়। বাবা-মায়ের কাছে এবারে আবদার করে কিছু চাঁদা তুলেছে। তা দিয়েই প্রয়োজনীয় সব উপকরণ কিনে নিজেদের হাতেই তৈরি করেছে ছোট্ট পুজোমণ্ডপ। গ্রামের ওই ছোটদের মণ্ডপের সামনে গাছ লাগিয়ে শিশুরাও একটি গাছ একটি প্রাণের বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। মণ্ডপের সামনের আবর্জনা ঝাড়ু হাতে নিয়ে নিজেরাই সাফাই করে জঞ্জাল সরিয়েছে। শহরের নজরকাড়া মণ্ডপ, প্রতিমা বা আলোকসজ্জার কোনোটাই নেই এখানে। কিন্তু শিশুমনের আন্তরিকতায় গড়ে ওঠা পুজোমণ্ডপকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে এখন একটা উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। বাইরে প্রতিমা দেখতে গেলেও নিজেদের ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরি মণ্ডপের সামনে বড়রাও ভিড় করছেন। তাঁদের মুখেও প্রশংসা।

ভেলুরডাবরিতে পুজোর আয়োজনে খুদেরা। – সংবাদচিত্র

দীপরা জানিয়েছে, পুজোর ক'দিন তারা ওই মণ্ডপের সামনে একসঙ্গে বসে নিজেরাই পুজো দেবে। নিজেরাই খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করবে।

কচিকাঁচাদের সৃষ্টির আনন্দকে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজন এগিয়ে এসেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ দাস, অনুরাধা বর্মন, সীমা দে'রা বলেন, 'করোনার জন্য দীর্ঘদিন ওদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। গত বছর করোনার ভয়ে আমরা, অভিভাবকরা শহরে পুজো দেখতে যাইনি। ছেলেরা বায়না ধরে, ওরাই পুজোর আয়োজন করবে। তাদের ওই ইচ্ছেপূরণ করতে উৎসাহ দিয়েছি। কাপড়, বাঁশের টুকরো আর সামান্য কাঠ দিয়ে শিশুরাই ওই মণ্ডপ তৈরি করেছে। আমাদের এই এলাকায় আরও কয়েকটি পুজো হয়। তবে শিশু-কিশোররা ওদের নিজেদের হাতে তৈরি মণ্ডপেই বেশিরভাগ সময় কাটায়।'